দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 04 JAN 1996
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

১৯৯৫ ছিল কৃষি ভার্সিটির জন্য সংঘর্ষের বছর

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ফরহাদ আহাম্মেদ ॥ ১৯৯৫ সনে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক অঙ্গন ছিল উত্তপ্ত। ছাত্র সংঘর্ষে ৪ জন নিহত, দেড় শতাধিক আহত হয়, বন্ধ থাকে আড়াই মাস, গুলী ও বোমা ফুটিয়াছে এক হাজারের বেশী। কক্ষ ভাংচুর হয় ১শত। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৪ বছরে এত সংঘর্ষ হয় নাই।

'৯৫-এর জানুয়ারীতে ছাত্র শিবিরের গাইড বই বিক্রিকে কেন্দ্র করিয়া ছাত্র-কর্মচারী সংঘর্ষে গাজীউর রহমান স্কুলের ছাত্র নিহত হয়, আহত হয় ৩৫, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকে প্রায় ১ মাস। এই সংঘর্ষে গুলী ও বোমা বিস্ফোরণের শব্দ পাওয়া যায় ১ শতাধিক।

'৯৫-এর ১৬ মে অনুষ্ঠিত বাকসু নির্বাচনে ভিপি পদে মনোনয়ন লইয়া ছাত্রদলের চঞ্চল গ্রুপের সহিত তুহিন গ্রুপের সংঘর্ষ হয়। বাকসু নির্বাচনের পর ২০ আগষ্ট বাকসুর বাজেট ও আধিপত্য বিস্তার নিয়া চঞ্চল গ্রুপ ও তোফা গ্রুপের মধ্যে সপ্তাহব্যাপী সংঘর্ষের ফলে বিশ্ববিদ্যালয় ২০ দিন বন্ধ ঘোষণা করা হয়। এই সময় ছাত্রদলের শীর্ষস্থানীয় নেতা এবং বাকসুর ভিপি চঞ্চল, ছাত্রদলের সভাপতি তুহিনসহ ১১ জন গ্রেফতার হয়। ৪টি হল তল্লাশী করিয়া ১টি হল হইতে বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়। ইহাতে ক্যাম্পাস হয় আরও উত্তপ্ত। হরতাল-ধর্মঘটে ক্যাম্পাস অচল হইয়া যায়। প্রায় দেড়মাস ছাত্র নেতৃবৃন্দ জেলখানায় আটক থাকার পর জামিনে মুক্তি পাওয়ার পরই ছাত্রদলের দুই গ্রুপের সহিত আবারও সংঘর্ষ শুরু হয়। খেলার আসন গ্রহণকে কেন্দ্র করিয়া ৭ই ডিসেম্বর চঞ্চল গ্রুপের সহিত তুহিন এবং তোফা গ্রুপের সংঘর্ষে আহত হয় ৬ জন। এই উত্তেজনা শেষ হওয়ার আগেই ছাত্র শিবিরের সহিত সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের এক রক্তক্ষয়ী বন্দুক যুদ্ধে ৩ জন শিবির নেতা গুলীবিদ্ধ হইয়া নিহত হয়। এই সংঘর্ষে ৬ শতাধিক গুলী-বোমার শব্দে সমস্ত ক্যাম্পাস প্রকম্পিত হইয়া উঠে। আহত হয় অর্ধশতাধিক। কোন কোন পত্রিকায় ৬, ৫, ৪ নিহতের কথা উল্লেখ করা হয়। শিবিরও ৪ জন নিহত হওয়ার দাবী করিলেও পরে ৩ জন নিহতের কথা উল্লেখ করে। বিশ্ববিদ্যালয় ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত বন্ধ করিলেও বন্ধের মেয়াদ আরও বাড়িতে পারে।

ইহাছাড়াও বাকসু নির্বাচনের ভোট ভাগাভাগি নিয়া ছাত্রফ্রন্ট-ছাত্র ইউনিয়নের মধ্যে সংঘর্ষে আহত হয় ৫ জন। ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ হয় ৩ বার। ইহাতে ছাত্রলীগের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক মেজবাহুজ্জামান চন্দন প্রহৃত হয়। ইহাছাড়াও ১৯৯৫ সনের অধিকাংশ সময়ই রাজনৈতিক উত্তপ্ত অবস্থার কারণে ক্লাস-পরীক্ষা বিঘ্নিত হয় অসংখ্যবার। বর্তমান ছাত্রদলের দুই গ্রুপ এবং সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য-শিবিরের মধ্যে চরম উত্তেজনা ১৯৯৬ সনেও প্রভাব পড়িবে বলিয়া আশংকা করা হইতেছে।